সমকাল

তারিখ 28 JAN 2014
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

সাক্ষাৎকারে শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করা হবে

■ সমকাল প্রতিবেদক

নবগঠিত সরকারের শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করাই হবে তার এবারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ, শিক্ষার মানের সঙ্গে গুণী শিক্ষক, ভালো মানের পাঠ্যবই, আধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুন্দর পরিবেশ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মন্ত্রণালয়ে বসে কেবল নির্দেশ দিলেই শিক্ষার মান নিশ্চিত হয়ে যায় না। এর জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা. ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করা হবে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

যথোপযুক্ত পদক্ষেপ আর নিবিড় মনিটরিং। টানা দ্বিতীয়বারের মতো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব পাওয়া প্রবীণ এই রাজনৈতিক নেতা সম্প্রতি নিজ কার্যালয়ে বসে সমকালকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন।

নতুন যাত্রায় শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে আপনার জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কী বলে মনে করছেন– এমন প্রশ্নের জবাবে শিক্ষার গুণগত মান রক্ষার কথাই প্রথমে বললেন নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি বলেন, প্রথমত, দেশে একটা শিক্ষার পরিবেশ থাকা দরকার। শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত থাকুক– এ ব্যাপারে সবাই একমত হলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ উন্নয়নে যে সবার সহযোগিতা প্রয়োজন, সেটা অনেকে বুঝতে চান না। দ্বিতীয়ত, তার বড় কাজ হবে শিক্ষা প্রশাসনে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। দীর্ঘদিনের চলে আসা অন্যায়-অনিয়ম আর অপব্যয় থেকে শিক্ষাকে বের আনা খুবই কঠিন কাজ। দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ ও গতিশীল একটি শিক্ষা প্রশাসন প্রতিষ্ঠা চান তিনি।

দুর্নীতি দমন করা নিজের জন্য খুবই চ্যালেঞ্জের কাজ হবে স্বীকার করে নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, এটা খুবই কঠিন কাজ। গত পাঁচ বছরে শিক্ষা খাত দুর্নীতিমুক্ত হয়ে গেছে, এটা হয়তো বলা যাবে না। দুর্নীতি বহুগুণ কমেছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) প্রতিবেদন অনুসারে, বাংলাদেশে শিক্ষা খাতে দুর্নীতি ২৯ শতাংশ থেকে কমে এখন ১২ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। তৃতীয় কাজ হবে, শিক্ষকদের দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তোলা। শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান শিক্ষক। মানসম্মত শিক্ষা মানেই মানসম্মত শিক্ষক। দুঃখজনক হলেও সত্যি, আমাদের দেশে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ত্রুটি আছে। নানাভাবে এখানে শিক্ষক নিয়োগ হয়। অথচ নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক না থাকলে শিক্ষা বাঁচবে না। মেধাবীদের শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করতে না পারলে শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটানো যাবে না।

নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, সমাজ ও রাষ্ট্রে দুর্নীতি হয় সুশিক্ষার অভাবে। তাই আমাদের সরকারের লক্ষ্য হলো, নতুন প্রজন্মকে সুশিক্ষা দিয়ে নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন ও দেশপ্রেমে জাগ্রত, উন্নত সমৃদ্ধ জাতি গড়ে তোলা।

শিক্ষামন্ত্রী মনে করেন, শুধু সাধারণ শিক্ষা দিয়ে দেশকে বদলে দেওয়া সম্ভব নয়। এ জন্য সরকার কারিগরি শিক্ষায় জোর দিচ্ছে। তিনি বলেন, মহাজোট সরকারের শুরুতেই দেশের কারিগরি শিক্ষায় মাত্র ১ শতাংশ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করত। পাঁচ বছরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা এখন ৭ শতাংশ। দেশের ৪৯টি সরকারি পলিটেকনিকে বছরে মাত্র সাড়ে ১২ হাজার ছাত্রছাত্রী পড়তে পারত। এখন ডাবল শিফট চালু করায় রাতারাতি আসন বেড়ে ২৫ হাজার হয়ে গেছে। কারিগরি শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য চেষ্টা চললেও অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে কারিগরি শিক্ষায় পর্যাপ্ত ও যোগ্য শিক্ষক, অর্থ ও উন্নত প্রযুক্তির অভাব।

নির্বাচনী ইশতেহারে বর্ণিত লক্ষ্য পূরণে কাজ করবেন জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, শিক্ষকদের স্বতন্ত্র বেতন স্কেল চালু ও তাদের জন্য পৃথক নিয়োগ কমিশন প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি কাজ করে যাচ্ছেন। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এর সঙ্গে আর্থিক সংশ্লেষ রয়েছে। বরাদ্দ পেলে এমপিওভুক্ত করা হবে। এমপিওর অর্থ যেন অপচয় না হয়, সে জন্যও তারা কাজ করবেন।